Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170 - 177
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 170 - 177
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

দেশভাগের নির্বাচিত উপন্যাস ও স্মৃতিকথায় নারীর স্বতন্ত্র স্বর

শময়িতা সাহা
Email ID: iamshamayeta1998@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Partition, Migration, Womannarrative, Novel, rape, abduction, feminist criticism, patriarchy.

Abstract
In 1947, Partition is the deepest scar in the heart of society in the Indian subcontinent. There was immense struggle in the lives of the people of the country divided in the name of independence, leaving their familiar homes, villages, and familiar surroundings. Partition literature has raised the cry of the people who migrated from West to East or from East to West in search of homeland. The main theme of this essay is to explore the individual voice of women in the context of partition. In the woman narrative of the Partition, the struggle to survive in the new country by dragging the kidnapped, raped and torn bodies of women into hellish torture became the archetypal image of the country. In various novels of partition such as 'Neel Kanth Pakhir khoje (Atin Bandyopadhyay), 'Agun Pakhi' (Hasan Azizul Haque), 'Sandhya Ratt Shefali' (Miss Shefali), 'Indubala Bhater Hotel' (Kallal Lahiri), to 'Pinjar' (Amrita Pritam) is the awakening of the female being. Communal riots, the struggle to establish a new life from spiritual turmoil or the life of a single family to the sleepy life of a colony, from the terrible camp life to the refugee crowd of Sealdah Station, the struggle of lives is reflected in literature. women are always the second sex of the male dominated society. The impact of partition affected Punjab and Bengal 'differently. The hellish violence inflicted on women in Punjab was far worse than Bengal's Women. In Bengal, women's trauma, memory and life struggle are much stronger. Like the partition of India and Pakistan, men were brutalized by the physical segregation of women. Men did not stop with kidnapping and raping girls of the opposite religion. By painting the slogans of their own religion on the women's bodies or forcing them to walk naked in front of the procession, the communally divisive barbaric men proclaimed the victory of the male dominated society. A woman becomes a symbol of a nation and a religion, as she is an object of patriarchy; So the woman became a symbol of trampling the honor and pride of the opposing religion and nation. The female body was desecrated in the same way that a land was defiled by communal violence during the partition of the country. Indian Canadian novelist Saina Singh's novel 'What Body Remembers' portrays the brutality and horror of patriarchy's capture and control of women.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170 - 177
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

In fact, in the primitive mentality of seeing land as one with women, women have to pay the price at the crossroads of life.

Discussion

"স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয়েছে পূর্ব বঙ্গের নারীকে তার সতীত্ব দিয়ে, তার নিজের জীবনের আহুতি দিয়ে।"[১]

"এসে দেখে যাও কুটি কুটি সংসার/স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ছড়ানো বে-আব্রু সংসারে স্বামী নেই, গেল কোথায় তলিয়ে /ভেসে এসে আজ ঠেকেছে কোথায় ও-যে/ছেঁড়া কানিটুকু কোমর জড়ানো আদুরি, ঘরের বউ/আমরা বাঙাল।"[২]

খন্ডিত দেশ, ধ্বস্ত সত্তা এবং ছাড়িয়ে থাকা ভাঙা টুকরো সংসারে অমানুষিক লাঞ্ছনার দগদগে ক্ষত বুকে বেঁধে উৎপাটিত ছিন্নমূল মানুষের স্রোত আজও অতীতের বুকে অবক্ষয়িত ইতিহাসের স্মৃতি বহন করে চলেছে। বিশ্বের ইতিহাসে চোখ রাখলে দেখা যায় বিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতীয় উপমহাদেশে ঘটে যাওয়া দেশ ভাগ জনিত রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় যে সংকট সমাজ অ রাষ্ট্রকে গ্রাস করেছিল তার ফল স্বরূপ দুই বাংলারই জনজীবন সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে বদলে গিয়েছিল। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ঘটে যাওয়া দেশ বিভাজনের প্রেক্ষিতে স্বদেশভূমি থেকে উদ্বাস্তু মানুষগুলোর এক্সোডাস শুধু মাত্র এই উপমহাদেশেরই নয়; অতীতের সময় সারণী বেয়ে পিছিয়ে গেলে দেখা যায় রাজনৈতিক উৎপীড়নে, গৃহযুদ্ধে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, আর্থিক বিপন্নতায় বা প্রাকৃতিক বির্পযয়ে মানুষ স্বভূমি ত্যাগ করেছে এবং এই দেশ ত্যাগ প্রক্রিয়া বর্তমান একুশ শতকেও বহমান, কেননা ইজরায়েল, প্যালেস্তাইন থেকে শুরু করে মায়ান্মার বিতাড়িত রোহিঙগারা আজও শিকড়হীন ডায়াস্পোরিক।

আসলে "The dispersion of any people from their traditional homeland"[৩] এই হোমল্যান্ড বা বাস্তুভিটা থেকে বিতাড়নের প্রক্রিয়া বর্তমান সময়েও বাস্তব। ভারতীয় উপমহাদেশে এই দেশ খন্ডনকে কেন্দ্র করে গত ষাট সত্তর বছরে যে সাহিত্যিক বয়ান গড়ে উঠেছে সেখানে স্মৃতি পুনর্গঠিত আখ্যানের মধ্যে মিশেছে সামাজিক ইতিহাসের কড়া বাস্তবতা। এই দেশবিভাগের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা সাহিত্যকে ইংরেজিতে পার্টিশান লিটারেচার বা দেশভাগ সাহিত্য বলা হয় যেখানে পাঞ্জাব-বাংলা-পাকিস্তানের বিভাজন জনিত উদ্বাসনের কথাই চিত্রিত।

দেশবিভাগ কেন্দ্রীক সাহিত্য চর্চার মূল বিষয় শুধুমাত্র ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবতার অনুসন্ধান নয়, দেশভাগের সাহিত্য বিকশিত হয়েছে স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতা পুনর্গঠনের দ্বিমাত্রিকতায়। সাহিত্যিকের বয়ানে থাকে শিল্পিত স্বভাব যেখানে দেশভাগ এবং তজ্জনিত সাম্প্রদায়িক দাঙগা, শিকড় হীনতাই নয় থেকে যায় স্বাধীনতার উজ্জাপনের চোয়াল শক্ত লড়াই।

দেশভাগের সাহিত্য বাংলা এবং পাঞ্জাবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও পাঞ্জাব পার্টিশন এর ভয়াবহতা সমকালীন এবং পরবর্তী সাহিত্যের বয়ানকে অন্যমাত্রায় উপনীত করে, যেখানে জাতীয়তাবাদী চেতনার ফ্র্যাগ্মেন্টেশন এর হাতে পাঞ্জাবী ও উর্দু সাহিত্য এগিয়েছে স্বকীয় অনুভবে। কিন্তু বিভাজনের প্রেক্ষিতে লেখকদের সাহিত্যিক বয়ানে নির্মোহ ব্যাক্তিক অভিযাত্রা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বলে নীরবতার সমকালীন প্রশ্নে বাংলার পার্টিশন সাহিত্য 'বোবা'। কেননা বাঙালী লেখকরা এস্কেপিস্ট মনোভঙ্গির দ্বারা তাড়িত বলেই হয়তো এই চৈতন্য আলোড়নকারী ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া অসম্ভব ছিল। পাঞ্জাবের পার্টিশন এর মত রক্তাক্ত নিষ্ঠুরতার ক্লেদ বাংলার দেশভাগের রসায়নকে ক্লিষ্ট করতে পারেনি। তাই বাংলায় দেশভাগ সাহিত্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদবাস্তু ছিন্নমূল এর সংকট, মাইগ্রেটেড মানুষদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, প্ররভূমে মাটি কামড়ে পড়ে থাকার অদম্য জীবন সংগ্রাম, স্বাধীনতার আনন্দ, বিচ্ছেদের অনুভূতি, উদ্বাসন, আত্মবিশ্বের খন্ডীকরণ, আত্মিক হনন, সত্তার দহন, কলোনির জীবনচর্যা, ব্যক্তি থেকে ব্যষ্টিক জীবন এর উজ্জাপন এর দ্বারা রূপায়িত হয়েছে।

দেশভাগের নারী চেতনা বাদী আখ্যান : নারী জন্মের উত্তরাধিকার :

"মাতৃতান্ত্রিক অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্ব ও দখল করল, স্ত্রীলোক হল পদানত, শৃঙখলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তান সৃষ্টির যন্ত্রমাত্র।"[৪]

সভ্যতার প্রথম পর্বে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যাবস্থা ভেঙে পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতায়নে প্যাট্রিয়ার্কির জয়জয়াকারে নারী সভ্যতার অবনমন থেকেই ক্ষমতার অধিকারী পুরুষ নারীকে শৃঙখলিত করতে সচেষ্ট হয় আর এ থেকেই নারী সরাসরি ভাবে হয়ে ওঠে পুরুষ কর্তৃক অধিকৃত 'সম্পদ'। পুরুষ শাষিত সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে, অধিকার নিয়ে চিন্তা চেতনার অবকাশ গড়ে দেয় ফরাসী বিপ্লব। আর উত্তরাধুনিক তাত্বিক পরিসরে নারীর অবস্থানকে প্রথম বৈপ্লবিকভাবে দেখিয়েছেন সিমন-দি-বোভেয়ার তাঁর 'The second sex' (1953) গ্রন্থের মাধ্যমে। এরপর সাতের দশকে নারীবাদী সাহিত্য তত্ত্বকে আরো বৃহৎ পরিসরে নিয়ে আসেন Kate Millet এবং Elaine Showalter তাঁদের গ্রন্থ যথাক্রমে 'Sextual Politics' (1976) এবং "A literature of their Own : British women Novelists from Bronte to Lessing" (1977). পরবর্তী এই ধারার চর্চা বহমান ভার্জিনিয়া উল্ফ, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকদের গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে। একুশ শতকীয় বিশ্বে নারীচেতনাবাদ পোস্ট কলোনিয়ালিজম, সাইকোলজি, কালচারাল স্টাডি প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই নিজের অবস্থান দৃঢ় করেছে। মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতা থেকে পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতায়নে নারী শোষিতের ভূমিকা নিতে নিতে পরিনত হয় প্রান্তবাসী 'ওরা' বা 'অপর' এ। অর্থনৈতিক অধিকার হীনতার জন্যই নারী হয়ে ওঠে পুরুষ এর হস্তগত সম্পদ, যাকে অধিকৃত করার মাধ্যমে পুরুষ নিজের জয় বা পরাজয়ের সীমানা এঁকে দেয়। এ কারনেই কোনো জাতি বা ধর্মকে পরাস্ত করতে সেই কমিউনিটির মেয়েদের হরণ-হনন-ধর্ষণ এর ত্রিমাত্রিক পৈশাচিকতায় পুরুষ নিজের বিজয় পতাকার উত্তরন করে এসেছে চিরকাল। পুরুষতন্ত্র যেভাবে নারীকে দীর্ঘস্থায়ী শাসনের মধ্যে দিয়ে 'ওরা'য় পর্যবসিত করে রেখেছে। নারীকে পুরুষের দ্বারা প্রান্তিক করে রাখার কারন হিসেবে নারীবাদী সমালোচকগন লিঙ্গ রাজনীতিকে বা gender politics কে দায়ী করেন, কেননা প্যাট্রিয়ার্কির মানদন্ডে নারীকে দখল করে রাখার চিরকালীন প্রবনতা এই লিঙ্গ রাজনীতির থেকেই সঞ্জাত।

দেশ কথাটিকে যদি ভূখণ্ড, স্থান না ভেবে সত্তার আকার হিসেবে দেখা হয় তাহলে দেশভাগের বিদ্বেষ, বিরংসা, হিংসাত্মক ঘটনার সাহিত্যিক বিকিরণে 'দেশ' হয়ে ওঠে নারী এবং নারী হয়ে 'দেশ' এর প্রত্নপ্রতিমা। যেভাবে দেশ দখলদারির খেলায় কলুষিত হয়েছিল ভূমি, সেভাবেই মেয়েদের শরীরেও পুরুষদের যথেচ্ছাচার এর ক্ষত গভীরতর হয়েছিল।

> "উনিশশো সাত চল্লিশের বিভাজন উপমহাদেশে মানবিক বিপর্যের সূচনা করে জন্ম দেয় উদ্বাসনের। আর এই দ্বিখন্ডনের আবর্তে নারীর জীবন হয়ে ওঠে অধিক সংকট পূর্ণ।"[৫]

কেননা পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ই নারীর প্রতি অন্যায়ের উৎস।

> "The basic factor is prevalent patriarchal norms,values, tradition power relation between men and women an all social structure : family, community, workplace and even the state."[৬]

দেশভাগের সাহিত্যে অর্থাৎ উপন্যাস, ছোটগল্প, স্মৃতিকথার পর্যালোচনা করলে মেয়েদের অবস্থানের ত্রৈমাত্রিক চিত্র তৈরী হয় –

১. দেশভাগের প্রেক্ষিতে পুরুষতান্ত্রিক বৈষম্যের শিকার স্বরূপ খন্ডিত দেশ চিত্রের প্রতীক হয়ে ওঠে নারী, অর্থাৎ দেশবিভাজন সঞ্জাত পুরুষ নির্মিত বিরংসাক্লিষ্ট ধর্ষিত, লুণ্ঠিত, অপহৃত, ধর্মান্তরিত নারী সত্তার চিত্র।

২. দেশভাগের ট্রমাকে বুকে বেঁধেও স্মৃতি ও সত্তার পুনর্গঠনে হারানো দেশ বিস্মৃত ভূখণ্ডের জন্য কাতরতা।

৩. আর সর্বপরি সমস্ত লাঞ্ছনা, যন্ত্রনার ঊর্ধ্বে উঠে ক্যাম্প জীবনের নারকীয়তা সহ্য করেও পরভূমে গিয়ে স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠা, নারী হিসেবে চার দেওয়ালের বাইরে গিয়েও নিজের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতার মধ্যে দিয়ে স্বতন্ত্র সত্তার স্বর তুলে ধরা।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা যায় প্রায় পঁচাত্তর হাজার থেকে একলাখ নারী দেশভাগের পরে অন্য ধর্মের দ্বারা অপহৃত হয়েছিল "To be raped and murdered sold into prostitution or forced into marriage."[৭] কাঁটা তারের দুপাশের মেয়েরা বাঁটোয়ারা হয়েছিল ফলের ঝুড়ি চালান দেওয়ার মতো- "women were distributed in the same way that baskets of oranges or grapes are sold or gifted."[৮] এভাবেই হাত বদল হতে হতে মেয়েদের অবস্থা এমন হয়েছিল যে তাদের নিজেদের পরিবারের মানুষরাও তাদের হত্যা করতো ধর্ষিত হওয়ার আগে, কেননা একটি নারী জীবনের থেকেও সামাজিক পারিবারিক ইজ্জত আগে। জানা যায় দেশভাগের সময় মূলত উদ্বাস্তু মেয়েদের ওপর ঘটা এই অত্যাচার এর তীব্রতা নাৎসি কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের অত্যাচারকেও হার মানিয়েছিল হয়তো।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170 - 177
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেশভাগ কেন্দ্রীক উপন্যাস এবং স্মৃতি কথার ক্ষেত্রে দুটি প্রেক্ষিত বিচার্য, একটি বাংলার পার্টিশন ভিত্তিক এবং অন্যটি পাঞ্জাবের পার্টিশন ভিত্তিক আখ্যান। দেশভাগ কেন্দ্রীক যে উপন্যাস গুলিতে নারী আর দেশ সম্পৃক্ত হয়ে গেছে তারা হল - অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এর উপন্যাস নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে উপন্যাসের মালতী-জোটন-জালালি, হাসান আজিজুল হকের আগুন পাখির গ্রাম্য গৃহবধূটি, জ্যোতীর্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'র কিশোরী সুতারা, শক্তিপদ রাজগুরুর মেঘে ঢাকা তারা উপন্যাসের নীপা, নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাল্মীক উপন্যাসের নমিতা, অমিয়ভূষণ মজুমদার এর বিমলা, কল্লোল লাহিড়ীর ইন্দুবালা ভাতের হোটেল উপন্যাস এর ইন্দুবালা, আবু ইশহাক এ-র সূর্য দীঘল বাড়ি উপন্যাসের জয়গুন, নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের বিদিশা উপন্যাসের বিদিশা, ত্রীবর্ণ উপন্যাসের শিক্ষিতা ঝিনুক, নারায়ন সান্যালের বকুলতলা পিএল ক্যাম্প উপন্যাসের কুসুম, প্রতিভা বসুর সমুদ্র হৃদয় উপন্যাস এর সুলেখা – এই প্রত্যেকটি দেশভাগের কেন্দ্রাতীত দোলাচলতায় বহমান। লক্ষীমন্ত নারীর প্রত্ন প্রতিমা ভেঙে গিয়েছিল দেশভাগ সঞ্জাত আগুনে।

পাঞ্জাবের দেশভাগকে কেন্দ্র করে উর্দু ও হিন্দী সাহিত্যের সম্ভার সাজিয়েছেন অমৃতা প্রীতম, কৃষাণ চন্দর, খুশবন্ত সিং, সাদাত হাসান মান্টো, ইসমত চুঘতাই, বাপসি সিদ্ধাদের কথা সাহিত্যে। আসলে পাঞ্জাব বিভাজন সম্পর্কিত সাহিত্যে নারীর উপর শারীরিক উৎপীড়ন এবং তজ্জনিত অসহায়তা ভয়াবহভাবে প্রকাশিত হয়। খুশবন্ত সিং এর 'ট্রেন টু পাকিস্তান'র শববাহী ট্রেনের ইঙ্গিতে দেশভাগজনিত ত্রাস মানুষের শান্তির জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার জীবন্ত দলীল হয়ে ওঠে। বাপসি সিদ্ধার 'Ice-Candy-Man' সচ্ছল পার্সি পরিবারের পোলিও আক্রান্ত কন্যা লেনির পরিবার লাহোরের রাস্তায় উন্মুক্ত জনতার হাতে শবস্তূপে পরিনত হয়। পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলের নারকীয় বর্বরতার ছবি বা লেনির চেনাজগতের বদলে যাওয়া, ফল বিক্রেতার রক্তপিপাসু দাঙ্গালোলুপ অবনমন এবং অন্য সম্প্রদায়ের রক্তবন্যায় তাদের মুখে উল্লাসের ছাপ ('Strange Exhilaration')[৯] ইত্যাদি বীভৎসতা লেনির মনের মধ্যেও অদ্ভুত মানসিক বিকারের জন্ম দেয়। বহির্জগতের হিংস্রতার প্রতিরূপ ফোটাতে গিয়ে নিজের পুতুলের হাত, পা ছিঁড়ে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। আলোচ্য প্রবন্ধে নির্বাচিত দেশভাগ কেন্দ্রীক উপন্যাসে মেয়েদের সসত্তার সন্ধান করা হল -

১. ১ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এর নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে : শিকার থেকে শিকারী হয়ে ওঠার প্রতিবাদী আখ্যান –

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এর নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে (১ম খন্ড এপ্রিল ১৯৭১ ২য় খন্ড জুলাই ১৯৭১) উপন্যাসটি দেশভাগের পটভূমিকায় রচিত পূর্ববাংলার গ্রাম জীবনের প্রেক্ষিতে বাঙালির জাতীয় জীবনের অসামান্য চালচিত্র। জীবনের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দেশের মানুষের আবেগ অনুভূতি, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী গ্রন্থিত আছে এই উপন্যাসএ। এই আখ্যানের নারী চরিত্ররা হিন্দু বাঙালি গৃহস্থ সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহবধূ, বিধবা সুন্দরী হিন্দু যুবতী, দরিদ্র মুসলমান নারী, শহুরে শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান ও হিন্দু কিশোরী মেয়েদের দ্বারা গড়ে উঠেছে। রাইনাদী গ্রামের বিধবা যুবতী মালতী, দরিদ্র মুসলিম ১৩ সন্তানের জননী জোটনবিবি, এবং তারই ভ্রাতৃবধূ জব্বার এর মা জালালি এই তিনটি নারীর ত্রিমাত্রিক অবস্থান বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। উপন্যাসে পাগল ঠাকুরের বউ, সোনাবাবুর মা, বিধবা মালতীরা দেশভাগের মানচিত্রে হয়ে ওঠে হিন্দুস্তানের প্রতীক,আর জোটন-জালালিরা প্রতিকায়িত হয় পাকিস্তানের দেশ চিত্রে। মালতী চরিত্রটি এই উপন্যাস এর কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র। দেশভাগের আগুনে শিকার থেকে শিকারী হয়ে ওঠার দুর্দমনীয় পরিবর্তন মালতী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে অসামান্য ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

মালতী জীবন যৌবন ভারে পরিপূর্ণ পরিপুষ্ট চিরন্তনী নারীর প্রত্নপ্রতিমা। সামসুদ্দিনেএ চোখে মালতীর রূপ ধরা পড়ে এই ভাবে-

> "মালতীর শরীরে পুবের দেশ থেকে বন্যা আসার মতো অথবা উজানি নদীর মতো রূপ লাবণ্যে ঢল নেমেছে।বিধবা হলে কি যুবতী মাইয়ার শরীর রূপের সাগরে ভাইস্যা যায়!"[৯ (ক)]

দাঙ্গায় নরেন দাসের আদরের ছোটবোন মালতীর স্বামীর মৃত্যুতে উচ্ছলিত যৌবনকে সাদা থানের নিষিদ্ধতায় মুড়ে রাখলেও পাকা গাবের স্বাদে স্বামীর জিহ্বা লেহনের তৃপ্তি পায় মালতী। সামসুদ্দিনের আগমনে মালতীর শরীরে কোন এক কোড়াপাখি ডেকে ওঠে আবার ঠাকুরবাড়ির রঞ্জিতের কথা মনে পড়লে শিহরিত হয়ে ওঠে সারা শরীর-

> "সে মানুষ কৈশোরে ওকে সাপ্টে চুমু খেয়েছিল তারপর ভয়ে নিরুদ্দিষ্ট। সেই মানুষ গতকাল রাতে এসেছে।"[৯(খ)]

সেই রঞ্জিতই আত্মরক্ষার জন্য মালতীকে লাঠি খেলা শিখিয়েছে, কেননা বিধবা যুবতী নারীর সতীত্ব রক্ষার কথা বুঝতে বাকি থাকেনি রঞ্জিতের। মালতীর মধ্যে মৃত স্বামীর স্মৃতি ফিকে হয়ে গিয়ে রঞ্জিতের স্মৃতিতে স্বমেহনে সুখ লাভের মতো সাহসী ইঙ্গিত স্পষ্ট –

> "...অন্ধকারের ভিতর রঞ্জিত নামক এক যুবকের স্মৃতিভারে আপন শরীরের ভিতর পাপকে অন্বেষণ করে বেড়াল।"[৯ (গ)]

এ হেন মালতী হয়ে উঠল দেশভাগ দাঙ্গার প্রেক্ষিতে হিন্দু বিদ্বেষী মুসলমান পুরুষদের ভয়ঙ্কর লালসার শিকার। বয়সে ছোট জব্বর এর দল আধবুড়ো করিম শেখের কাছে কাছে মালতীকে বেচবে বলে মধ্যরাত্রে অপহরণ করে নিয়ে গেল। হিন্দু বিধবার সর্বনাশ করে নরপিশাচের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সারা শরীরকে পশুর মতো নারকীয় পেশনে খুবলে খেল মুসলমান পুরুষের দল "সারারাত সংজ্ঞাহীন মালতীর কোমল শরীরে পাশবিকতার সাক্ষ্য রেখে মালতীকে মৃত ভেবে কবরভূমিতে ফেলে অন্ধকারে ওরা সরে পড়লো সকাল হতে না হতেই শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে যুবতীকে।"[৯(ঘ)]

শুভ্র পবিত্রতার প্রতিমা রঞ্জিতের ভালবাসার কাঙালিনী মালতীর জীবনটা এক লহমায় সমাজ, পরিবার, বহির্জগতের কাছে হয়ে ওঠে অশুচি-পাপ-ঘৃণ্যতায় কলুষিত। বিধর্মীদের দ্বারা অপহৃত-ধর্ষিত নারী হয়ে ওঠে নিজেরই পরিবারের কাছে গলগ্রহ, কেননা এমন নষ্ট মেয়ের জীবনের থেকে পারিবারিক ইজ্জত মূল্যবান।

মালতীকে উদ্ধার করেছিল তার ধর্ষক জব্বার এর পিসি জোটন বিবি, দরিদ্র জোটন এবং তার স্বামী পীরবাবার যত্নে মালতী শারীরিক ভাবে স্থিরতা পেলে পীরবাবা এবং জোটন পৌঁছে দেয় সন্তানস্নেহে। এরপর পরিবারের গলগ্রহ আত্মহত্যাপ্রবণ মালতীকে জোটনের কাছে খানিক নিশ্চয়তার খোঁজে। মালতীর শরীরের গর্ভে বেড়ে ওঠা বিধর্মী পিশাচদের পাপকে খালাস করতে সাহায্য করে জোটন মৃত স্বামীর পীরত্বের মহিমায়। পাপের বিষাক্ত মাতৃত্বকে বেছে না নিয়ে পাপ বিদায় করে অশুচি জীবনের ইতি টেনেছিল মালতী।

দেশভাগের কারণে মালতীর জীবন পুর্ববঙ্গের রাইনাদি থেকে এপার বাংলার শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্বাস্তু উৎপাটিত মানুষদের ভিড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদেশে এসে রঞ্জিতের সঙ্গে ঘর বেঁধেও তাকে বাঁচাতে পারেনি মালতী। এই জন্মে স্বামী সোহাগিনী হওয়ার সাধ না মিটলেও বড়োলোক হিন্দু বাবুদের নোংরা হাত অন্ধকারে ইতরামো করতে ছাড়েনি মালতীর সঙ্গে। বার বার বিধর্মী, স্বধর্মী পুরুষদের দ্বারা ইজ্জত খোয়াতে খোয়াতে শিকার থেকে শিকারী বাঘিনী হয়ে ওঠে মালতী।

> "বাবুর হাতটা ক্রমশ শক্ত হয়ে মালতীর স্তন জাপটে ধরছে। মালতীর চোখে সিংহের খেলা দেখানো বাকি।"[৯ (ঙ)]

শেষে বিধবা জীবনের বেআব্রুকারী, ইজ্জত ধ্বংসকারী কামার্ত লোলুপ পুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয় সন্তর্পণে শিকারীর মত নিজের নগ্ন দেহে ফাঁদ পেতে "এই মাঠে বাবুটি মালতীর নগ্ন দেহ দেখে এতটুকু নড়তে পারলেন না। ...হুজুরের ইসছা হয়? - হয়। সেই হবার মুখে মালতী জীবনের সব অত্যাচারের গ্লানি দূর করার জন্য শক্ত দাঁত দিয়ে বাবুটির কণ্ঠনালী কামড়ে ধরল। ...নোনা রক্তের স্বাদ চেটে চেটে চুষে নিচ্ছিল মালতী।"[৯ (চ)]

উপন্যাসের ২য় প্রধান নারী চরিত্রটি হল জোটন বিবি, মালতীকে অপহরণকারী জব্বারের পিসি। তেরোটি সন্তানের জননী তিনবার তালাকপ্রাপ্তা মধ্য চল্লিশের পড়ন্ত যৌবনা জুটির শরীরের আগুন মেটাতে অসমর্থ তার প্রাক্তন স্বামীরা। চূড়ান্ত ফলবতী এই হতদরিদ্র নারীটির দেহ আজও শরীরী খাক মেটাতে নতুন পুরুষের আসঙ্গলিপ্সায় ৪র্থ বার নিকা করেছে পীরবাবার সঙ্গে। এখানে এই মুসলিম নারীই হয়ে উঠেছে বিধর্মী হিন্দু মেয়ের ত্রাতা, জীবন দায়িনী দেবীর প্রত্নপ্রতিমা। যে জববার মালতীকে শেয়াল কুকুরের নৈশভোজের জন্য ফেলে গিয়েছিল এব্ং ধর্ষন করে পাপের বীজ বপন করে গিয়েছিল, সেই পাপ গর্ভকে নষ্ট করে খোদাতালার কাছে অন্যায় করতেও দ্বিধা বোধ করেনি জোটন।

> "তারপর সে ছইয়ের নিচে বসে এই মুহূর্তে হাজার হাজার হাজার অথবা লক্ষ লক্ষ শয়তানের বিরুদ্ধে করতালি বাজাল। সে গুনাহ করল অর্থাৎ মহাপাপ ভ্রূণ হত্যার মহাপাপ।"[৯ (ছ)]

পুরুষ যেখানে বিধর্মী নারীর সম্ভ্রম খুবলে নিচ্ছে নরপশুর মতো সেখানে ধর্ম আলাদা হলেও খোদাতালার বিরুদ্ধে গিয়ে প্রান দান করছে আর এক বিধর্মী নারী। একটি নারী অন্য নারীর কান্ডারী হয়ে উঠেছে। এখানেই জোটন আর মালতী পাকিস্তান হিন্দুস্থান হয়েও অবিভক্ত দেশ চিত্রে এক হয়ে যাচ্ছে। ৩য় যে নারী চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য তার নাম জব্বরের মা জালালি। মুসলিম মহিলাদের তৎকালীন অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থাটা হিন্দু মেয়েদের তুলনায় কতটা করুন ঔপন্যাসিক জালালি-

জোটনদের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। কখনো খিদের জ্বালায় মালতীর একমাত্র পুরুষ হাঁসা চুরি করে নগ্ন অবস্থাতেই তাকে উদরস্থ করা অথবা খাবার জোগাড়ের জন্য বড়ো শালুকের সন্ধানে জলের গভীরে গিয়ে উপরে উঠতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়া জালালি বেচেঁ থাকতে সুখ পায়নি কখনো। অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এর মৌলিক প্রাপ্তি টুকুও ঠিকভাবে পায়না জালালি জোটনরা, তাই দীর্ঘ এই না পাওয়া থেকেই অবস্থাপন্ন হিন্দুদের প্রতি ক্ষোভ বাড়তে থেকেছিল জব্বারদের। জালালি মৃত্যুর পরে নিজের জমি পেয়েছিল ঘুমিয়ে থাকবে বলে।

> "বেঁচে থাকার জন্য আপ্রান জীবন সংগ্রাম ছিল জালালির।মৃত্যুর পর এক খন্ড ভূমি পেয়ে সে এখন কী মনোরম হাসছে। জালালি তার নতুন এ-ই ভূখণ্ডে কাশফুল হয়ে বেঁচে আছে।"[৯ (জ)]

জীবনে বেঁচে থাকতে যে সুখ শান্তি থেকে সে বঞ্চিত ছিল মৃত্যুর শীতলতায় সেই সুখ সে পেয়েছিল।

> "গাছের গোড়ায় ভালোবাসার মাটি - সে তা পেয়ে ছোট্ট শিশুটির মতো হাসছে কাশফুলের মতো পবিত্র হাসিটি মুখে লেগে।"[৯ (ঝ)]

জালালিকে দেখতে হয়নি দেশভাগ দাঙ্গার বিষাক্ত হনন, মৃত শীতল বুকে প্রানের সঞ্চার হয়েছিল গাছ হয়ে। মালতী, জোটন জালালী প্রত্যেকেই জীবনের পান্থশালায় সংগ্রামী, আর মালতীর জীবন শিকার থেকে শিকারীর রূপে।

১.২. হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' : দেশের মাটি আঁকড়ে থাকার মরমী সংগ্রাম -

দেশভাগ ও দাঙ্গা কেন্দ্রিক কথা সাহিত্যের ধারার সার্থক কথাকার হাসান আজিজুল হক। জন্ম তাঁর এপার বাংলার পূর্ব বর্ধমানে হলেও দেশভাগের র‍্যাডক্লিফ লাইন সত্তার দ্বিখন্ডন করেছিল। দাঙ্গা দুর্ভিক্ষের কালে তাঁর বয়স অল্প হলেও তাঁর মনে চিরস্থায়ী ক্ষত এঁকে দিয়েছিল নেহেরু ও জিন্না সাহেবের হিন্দুস্থান পাকিস্তান বিভাজনের পাকদণ্ডীতে। রাঢ় বাংলার মুসলমানদের কেন যে ভিটে ছাড়া হয়ে ওপার বাংলায় চলে যেতে হবে আর ওপারের হিন্দু বাঙালিদের কেন যে নিজেদের ঘর হারিয়ে এপারে চলে আসতে হল সেই কারনটা খুঁজতে গিয়ে তীব্র বেদনাবোধ থেকেই জন্ম এমন অসাধারন এক আখ্যানের। তিনি তাঁর একটি সাক্ষাতকারে বলেছিলেন-

> "দেশভাগ আমার জীবনের জন্য একটি ক্ষত স্বরূপ।ক্ষত সারলেও দাগ থেকে যায়। আমি এই দাগের কারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি।"[১০]

ব্যক্তিগত ক্ষত থেকেই হাসান আজিজুল হকও বাস্তহীন উৎপাটিত মানুষ গুলোর মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই দেশভাগের প্রকৃত চিত্র তাঁর কথাসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক।

২০০৬ সালে প্রকাশিত আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত 'আগুনপাখি' উপন্যাসটি দেশভাগের পটভূমিকায় এক নারীর স্বভূমি-স্বদেশ-স্বীয় বাস্তর প্রতি মমত্ববোধের মানবিক আখ্যান। এক গ্রাম্য তথাকথিত শিক্ষাহীন মুসলিম নারীর কৈশোর থেকে জীবনের প্রান্তবেলার জবানীতে উপন্যাসটি বর্নিত 'আগুনপাখি' হাসান আজিজুল হকের আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস। নারীটির নসটলজিক স্মৃতিচারনায় ফিরে ফিরে আসে অবিভক্ত দেশের আ ভালবাসার চিত্র। হিন্দুঅধ্যুষিত গ্রাম্য কিশোরী মেয়েটা কখনো বোঝেনি হিন্দু মুসলমানের বিভাজনকে, বুঝতেও চায়নি। কৈশোরের বাবার সংসার থেকে গভীর মমতায় সে গড়ে তোলে একান্নবর্তী পরিবার। স্বামী হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে তাদের সুখে-দুঃখের অবলম্বন হতে হতে হয়ে ওঠে নেতা। কিন্ত ধীরে ধীরে বিভাজনের ঘুন পোকায় ভাঙতে থাকে পরিবার, দেশ, ধর্ম। ধীরে ধীরে পরিবার-পাড়া-পরিজন একে একে দেশ ছেড়ে চলে যেতে থাকেন নতুন দেশে নতুন শিকড়ের সন্ধানে। কিন্ত আজীবন এখানে থেকে পরবাসে কোনোভাবেই যেতে রাজি নয় এই নারীটি তাই সে বলে,

> "আমি আমাকে পাবার লেগেই এত কিছু ছেড়েছি।আমি জেদ করি নাই কারুর কথার অবাধ্য হই নাই। ...আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না ক্যানে আলেদা একটা দ্যাশ হয়েছে গোঁজামিল দিয়ে যিখানে শুধু মোসলমান থাকবে কিন্তুক হিন্দু কেরেস্তানও আবার থাকতে পারবে। তাহলে আলাদা কীসের? আমাকে কেউ বুঝাইতে পারলে না যে সেই দ্যাশটো আমি মোসলমান বলেই আমার দ্যাশ আর এ-ই দ্যাশটা আমার নয়।"[১০ (ক)]

এই নারীটি নিজেই দেশ স্বরূপা, পরিবার নিজের প্রানাধিক প্রিয় সন্তান এমনকি ভালোবাসার সোহাগের স্বামীকেও ছাড়লেন দেশ এর মায়ায়। তথাকথিত শিক্ষাহীনা গ্রাম্য এই গৃহবধূটি বোঝেনা সাম্প্রিদায়িক বিভেদের অর্থ বা দাঙ্গার কারণ পরম

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170 - 177
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মমতায় তাঁর নিজের দেশ তাঁর মাতৃভূমি। তাই শেষে তাঁর নারী সত্তা জাগরুক হয়ে ওঠে একটি স্বতন্ত্র মানবীর রূপে, যে কন্যা নয় মাতা নয় এমনকি কারো স্ত্রীও নয়, সে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তা যেখানে তার অধিকার আছে নিজের স্বতন্ত্র সত্তার সন্ধানের।

> "আমিব আর আমার সোয়ামি তো একটি মানুষ লয়,আলেদা মানুষ। খুবই আপন মানুষ, জানের মানুষ, কিন্তুক আলেদা মানুষ।"[১০ (খ)]

প্রেম ভালবাসা স্নেহের ওপরেও যা পড়ে থাকে তা হল অনন্ত দেশপ্রেমের চিরন্তনী প্রতিমা। হাসান আজিজুল হকের চেতনার স্বরূপটি নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই দেশভাগের এমন বয়ানের নির্মান সম্ভব হয়েছিল। জানা যায় –

> "তার পিতামাতার মধ্যে যে দেশভাগের যে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ও রক্তক্ষরণ দেখেছেন সেই জাতনারই ইতিহাস লিখেছেন তিনি এ উপন্যাসের নির্মান আঙ্গিকে। তাঁর মা সাতাশি বছরের দীর্ঘ জীবনের অধিকারী ছিলেন এবং মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল। এই সময়ে তিনি অবচেতন মনে কথায় কথায় রাঢ়ের ঘর গেরস্তির প্রসঙ্গ টেনে আনতেন।"[১১]

নিজের জীবন দিয়ে দেশভাগের যন্ত্রনার স্বর আগুনপাখি উপন্যাসের নারীটিকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে।

১.৩. সন্ধ্যারাতের শেফালি : দেশ বিতাড়িত মেয়ের সন্ধ্যাতারা হয়ে ওঠার সাহসী স্মৃতি কথন -

মিস শেফালি বা বলা ভালো আরতী দাসের লেখা আত্মকথা (শীর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুলিখিত) সন্ধ্যারাতের শেফালি বইটি পাঠককে নিয়ে যায় গ্রামের মেঠো পথ থেকে রাতের আকাশের তারায় আবার নক্ষত্র পতনের বেদনাও গ্রাস করে। কেননা–

> "তবে মিশ শেফালিকে আপনারা অনেক কিছু দিয়েছেন। এত নিন্দে মন্দ, বহু কুৎসা আর কেচ্ছা, কিন্তু তার পরেও যতটা আমার পাওনা ছিল ভালোবাসা তার থেকে বেশীই পেয়েছি। ...জীবনে যেদিন প্রথম ডান্স ফ্লোরে পা রেখেছিলাম সেদিন নাচ শেষ হতে প্রথম হাত তালি টা যিনি দিয়েছিলেন, তিনি থেকে শুরু করে যে প্রতিবেশী এখন নিয়ম করে আমার খোঁজ নেন সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ...চলছি আর শক্ত করে ধরে আছি আরতি দাসের হাতটা।কারণ মিস শেফলি হয়তো জীবনে কখনো হেরে গিয়েছে, কিন্তু আরতি দাস কখনও হার মানেনি। ...শেফালি যে অনেক কিছু দিয়েছে আরতি দাসকে। শেষ দিন পর্যন্ত তাই আরতি দাস ও মিস শেফালি কে আঁকড়ে থাকবে।"[১২]

বাঙাল মেয়ের অসাধারণ জীবন সংগ্রাম এর আলেখ্য আরতি দাসের এই স্মৃতিকথা। দেশভাগের সময় তাড়া খাওয়া পূর্ব বাংলার ১৩ বছরের মেয়েটির অভাবের সংসার আর অনেক ভাইবোন নিয়ে আহেরি টোলার গলিতে... পেটের টানে anglo indian বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে প্রথম নাচ এফ হাতেখড়ি, তারপর বাংলার প্রথম ক্যাবারে ডান্সার হিসেবে প্রকাশ শেফালি হয়ে। উত্তম কুমার থেকে অমিতাভ বচ্চন, সত্যজিত রায়, সুচিত্রা সেন তাবড় মানুষদের সাথেও সম্পর্ক ছিল তার। পরিবার তার টাকায় সংসার চালালেও ভাই এবং তার স্ত্রীরা ভালোভাবে নেয়নি তাকে। ভালবাসার থেকে হাতছানি এড়িয়েও বিয়ের সম্পর্কে যেতে পারেননি তিনি। তিনি স্বতন্ত্র সেখানেই যেখানে তথাকথিত ভদ্রতার বাইরে গিয়েও নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় এ বেচেছেন।

দেশভাগ এর উপন্যাস ও স্মৃতিকথায় এভাবেই নারীর সংগ্রাম থেকে গেছে চিরন্তনী হয়ে। আসলে "...না, আসলে নারীবাদ শেষ বিচারে নিজের কথাটাই বলতে চায়। শত্রু তার পুরুষ নয় বরং পুরুষ তান্ত্রিক অভিজ্ঞান। আর সেই অভিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ জানাতে, ধাক্কা দিতে নারীবাদকে তার কণ্ঠস্বর শোনাতেই হবে। কেননা"[১৩] - "সুচেতনা এ-ই পথে আলো জ্বেলে – এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।"[১৪]

Reference:

১. দেবী, নিবেদিতা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৫০ এর ১৪ মে সংখ্যা
২. চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গোলাচরণ, এসে দেখে যাও কবিতা
৩. Catherine Soonest (edited by) compact Oxford Reference Dictionary, Oxford University Press, 2001, page. 228

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170 - 177
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪. এঙ্গেলস, ফ্রেডরিক, পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃলিঃ, তৃতীয় সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৯৯, পৃ. ৪১

৫, ৬, ৭, ৮. মন্ডল, পলাশ, অধিকার অর্জনে উদবাস্তু বাঙালি নারীর প্রতিরোধ আন্দোলন : প্রেক্ষিত পশিমবংগ, সেপ্টেম্বর ১২, ২০২১
https://www.itihasadda.in/movement-of-bengaliladies/https://www.itihasadda.in/movement-of-bengali-ladies/

৯. ক. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, বিংশ অখণ্ড সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ. ৩১

৯. খ. তদেব

৯. গ. পৃ. ১২০

৯. ঘ. পৃ. ১৬৫

৯. ঙ. পৃ. ৩৭৯

৯. চ. পৃ. ৩৮১

৯. ছ. পৃ. ২৫৬

১০. গঙ্গোপাধ্যায়, অভিজিৎ, দেশভাগের পটভূমি : বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যে, IRJIMS, December 2016, ISSN 2394-7696, www.irjims.co, পৃ. ১৬

১১. তদেব, পৃ. ১৭

১০. ক. হক, হাসান আজিজুল, আগুনপাখি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দশম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০২১, পৃ. ২৫২

১০. খ. তদেব

১২. শেফালি, মিস, বন্দ্যোপাধ্যায় শীর্ষ (অনুলিখন), সন্ধ্যা রাতের শেফালি, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৪, পৃ. ২০৮

১৩. সেন, নবেন্দু সম্পাদনা, পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ব ও সাহিত্যভাবনা, এউনুস মহম্মদ মুন্সী,নারীবাদী সাহিত্য তত্ত্ব একটি নিবিড় পাঠ, দে'জ পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ নভেম্বর ২০২২, পৃ. ৪২৪

১৪. দাস, জীবনানন্দ, 'সুচেতনা', জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, নভেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ৫৯

Bibliography:

বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন, নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, করুনা প্রকাশনী, কলকাতা, বিংশ অখন্ড সংস্করন সেপ্টেম্বর, ২০২১

হক হাসান আজিজুল, আগুনপাখি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দশম সংস্করন ডিসেম্বর ২০২১

শেফালি মিস, বন্দ্যোপাধ্যায় শীর্ষ, (অনুলিখন), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৪